TEJAS

ঋতুপর্ণ ভট্টাচার্য্য

ভারতীয় সামরিক প্রযুক্তিবিদ্যার এক দীর্ঘ- মেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তব রূপ হচ্ছে তেজস। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারত সরকার গঠিত Aeronatics Comettee এর সুপারিশ ক্রমে ১৯৬৯ সালে Hindustan Aeronatics Limited এর উপর অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান তৈরীর দায়িত্ব অর্পিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত mig-21 সারির পুরানো বিমানগুলির পরিবর্তন করা। প্রস্তাব মতো HAL ১৯৭৫ সালে বিমানটির নক্সা প্রস্তুত করলেও তাদের চাহিদা মতো ইঞ্জিন আমদানী না করতে পারায় প্রকল্পটি স্থগিত করে দেওয়া হয়। পুনরায় ১৯৮৩ সালে ভারতীয় বায়ুসেনার উদ্যোগে পুনরায় প্রকল্পটি সুরু করা হয়। সেই সুবাদে ১৯৮৪ সালে Aeronautical Development Agency বা ADA গঠিত হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ন স্বদেশী প্রযুক্তিতে যুদ্ধবিমান তৈরী করা। তাছাড়া দেশের নিজস্ব Aerospace শিল্প ও কারখানা স্থাপন করা এবং বাজারজাত করণ। তেজসকে Hindustan Aeronatics Limited এর বলা হলেও এর প্রকৃত নির্মাতা হচ্ছে ADA। এবার আসা যাক্ বিমানটির বিশেষত্বের উপর। তেজস হচ্ছে Light Combat Aircraft অর্থাৎ এটি সামরিক ব্যাবহারযোগ্য হাল্কা যুদ্ধবিমান। নির্মানকালে একে Electric F404- GE- F2J3 after burning Turbo ইঞ্জিন এর সাথে যুক্ত করা হয় এবং সাথে সাথে ভারতীয় নিজস্ব প্রযুক্তির ইঞ্জিন তৈরীর কাজ শুরু হয় যার দায়িত্ব ছিল Gas Turbine Research Establishment কতৃপক্ষের উপর। কিন্তু কিছু জটিল যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য ২০০৩ সালে এই প্রকল্পটি স্থগিত করে দেওয়া হয় এবং মার্কিন F-404 শ্রেনীর তেজস নির্মানে ব্যাবহার করা হয়। ২০০৬ সালে পুনরায় ইঞ্জিন নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারন F-404 ইঞ্জিন অতি উচ্চতায় পর্যাপ্ত Thrust তৈরী করতে না পারায় প্রকৌশলিরা একে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। এই মর্মে দুটি ইউরোপীয় নির্মান সংস্থার সাথে DRDO কতৃক যোগাযোগ করা হয়। অবশেষে GE Aviation গোষ্ঠীকে ইঞ্জিন নির্মানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এবং চুক্তি অনুসারে ভারত সরকার এই কোম্পানী হতে প্রথম দফায় ৯৯টি GE- F414 ইঞ্জিন ক্রয় করেন, যা বর্তমানে তেজস নির্মান প্রকল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। তেজস বস্তুত এক ইঞ্জিন যুক্ত multirole যুদ্ধবিমান। এর Aionics এবং Navigation System সম্পূর্ন রূপে ভারতে তৈরী এবং ভারতীয় বায়ুসেনার চালকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে তৈরী করা হয়। গতিবেগের পরিমাপে একে সুপারসনিকে রাখা হয়েছে। এর Design মূলত গ্রীক বর্ণ ডেলটা আকৃতির। ২০১১ সালে এটিকে ভারতীয় বায়ুসেনার কার্যে ব্যাবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়, এবং ২০১৩ অর্থাৎ চলতি বছরের শেষে এটিকে পুরোমাত্রায় বায়ুসেনার কার্যে ব্যাবহারের ছাড় মিলবে বলে ADA কর্তৃপক্ষ আশা করেন। শুধু বায়ুসেনাই নয় তেজসকে নৌসেনার ব্যাবহারের জন্য পৃথকভাবে নির্মানের কাজ চলছে যা 'Tejas Naval Version' প্রোজেক্ট নামে প্রকল্প হিসাবে গ্রহন করেছেন ADA কর্তৃপক্ষ। তেজস শুধু ভারতের তৈরী প্রথম দ্রুতগতির বিমান নয় এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে আধুনিক বিমান শিল্পের নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে এবং দেশের সামরিক বিশেষত্ব ও প্রকৌশলীজনে আশাবাদী যে, এই প্রকল্পের হাত ধরেই ভবিষ্যতে আরও উন্নতমানের যুদ্ধবিমান ও যন্ত্রাংশ নির্মানে দেশ সফল ভাবে অগ্রসর হবে।